কৃষি সমাচার

বিশেষ সংখ্যা

কৃষিই সমৃদ্ধি

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫২ ❑ জুলাই-আগস্ট ❑ ২০১৯ খ্রি. ❑ ১৭ আষাঢ়-১৬ ভাদ্র ❑ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান

১৫ আগস্ট

জাতীয় শোক দিবস

আমরা শোকাহত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ও
১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী
জাতির পিতা শহীদদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোমিনুর রশিদ আমিন
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
আব্দুল লতিফ মোল্লা
সচিব

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির শোকাবহ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি। জাতীয় শোক দিবসে আমরা সকলে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সেদিনের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তারই নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্বে দেন। এ দেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। জাতির পিতা সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। জাতীয় শোক দিবসে আসুন আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করি এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

ভেতরের পাতায়.....

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত..... ০৩

বিএডিসি সিবিএ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও গণভোজ অনুষ্ঠিত..... ০৪

কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় বিএডিসি'র অংশগ্রহণ..... ০৫

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় বিএডিসি প্রাপ্ত প্রথম পুরস্কারসমূহ কৃষি মন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর..... ০৬

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যানের বিদায় সংবর্ধনা ও নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত..... ০৭

এই তো আমার দেশ, আমার দেশের মানুষ..... ০৯

১৫ আগস্ট ১৯৭৫: এক অজানা, ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়..... ১১

কৃষি বান্ধব মুজিব ও আমাদের বিএডিসি..... ১২

বঙ্গের বন্ধু: চির উঁচুতে সে মান- শেখ মুজিবুর রহমান..... ১৩

শোকের অনলে পুড়বে যুগ হতে যুগান্তরে..... ১৪

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি..... ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ই-মেইল : pro@badc.gov.bd, prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিএডিসি'র কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষ, দিলকুশা, ঢাকায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে "আলোচনা সভা" এর আয়োজন করে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলা বার্তার সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মুহা. আজহারুল ইসলাম, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. জাকির হোসেন চৌধুরী, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মো. কামরুল হাসান, বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মনিরা রহমান।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি জনাব ডা. আফরোজা খানম, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মর্তুজা সিদ্দিকী, বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির আহ্বায়ক জনাব আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি সমাচারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কৃষি ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাদ যোহর মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করা হয়।

শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারবর্গ যারা নিহত হয়েছিলেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় একটি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিএডিসিকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছিলেন। বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করার জন্য বক্তাগণ আহ্বান জানান।

বিএডিসি সিবিএ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও গণভোজ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গত ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিএডিসি'র সেচ ভবনস্থ অডিটরিয়ামে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও গণভোজ এর আয়োজন করে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম। বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিএডিসি সিবিএ আয়োজিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মুহা. আজহারুল ইসলাম, বিএডিসি'র শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব দেওয়ান মো. জালাল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. জাকির হোসেন চৌধুরী, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

বিএডিসি সিবিএ আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি সিবিএ এর সভাপতি জনাব দেওয়ান মো. জালাল উদ্দিন

শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারবর্গ যারা নিহত হয়েছিলেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেন।

বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় দেশকে নিয়ে ভাবতেন। তিনি বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশে অধিষ্ঠিত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য বক্তাগণ আহ্বান জানান।

কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় বিএডিসি'র অংশগ্রহণ

গত ২০ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটরিয়ামে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন কর্মকতাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এম পি, বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব মো. আব্দুল মান্নান এমপি, কৃষি সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর, পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপিএ পুল সদস্য ড. এম এ সাত্তার মন্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মীর নুরুল আলম, স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. আরিফুর রহমান অপু।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আগস্ট হচ্ছে বাংলার আকাশ বাতাস নিসর্গ প্রকৃতির অশ্রুসিক্ত হওয়ার মাস। বঙ্গবন্ধুর উন্নত চিন্তা দেশের জন্য নির্দেশনা হয়ে থাকবে সারাটি জীবন। তিনি পঁচাত্তরে বড় স্বপ্ন বাস্তবায়নে হাত দিয়েছিলেন। যাকে বলা হয় বঙ্গবন্ধুর ২য় বিপ্লব। যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার। তিনি ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উপস্থিত ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন বইয়ের সঙ্গে একটু প্রাকটিক্যাল কাজ করতে হবে। কৃষি বিপ্লবের জন্য প্যান্ট-শার্ট কোট খুলে মাঠে নামতে হবে। তা না হলে হবে না। ইকোনমি গণমুখি করতে না পারলে গ্রামের দিকে যদি না যাওয়া যায়, কৃষি বিপ্লব হবে না। সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হচ্ছে। এর ফলে নানা অজানা তথ্য বের হয়ে আসছে।

২০ আগস্ট ২০১৯ তরিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটরিয়ামে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তিলে তিলে ধ্বংস করা, স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশ পরিচালনা করবে। ২০০১-২০০৬ সালে আত্মস্বীকৃত খুনিদের সম্মানিত করা হয়েছে। তাদের মন্ত্রী করা হয়েছে। দেশ বিরোধী মানবতাবিরোধী জামাতকে তারা পুনর্বাসন করে দেশে এনে গোলাম আজমকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছিল।

তিনি বলেন, পল্টনের এক সভায় তারেক জিয়া বলেছিলেন ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির এক মায়ের দুই সন্তান। এই যদি হয় তাদের চরিত্র তাহলে বিএনপি ও জামাতকে কিভাবে আলাদা করা যাবে। এর অর্থ যারা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল তারা দেশকে পিছিয়ে নিতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড দেশ বিরোধীদের পুনর্বাসন করা এবং বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানের আদলে পরিচালনার পেছনে নেতৃত্ব দিয়েছিল জিয়া। বিএনপি-জামাত তারা জয় বাংলা বলে না, তারা বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করে না। একাত্তরে পরাজিত হয়েছে, এখনও তারা নানা চক্রান্ত করছে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এদের কঠোর ভাবে মোকাবেলা করবে।

তিনি আরও বলেন; বাংলাদেশ স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন বায়ান্নর ভাষা

(বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়)

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় বিএডিসি প্রাপ্ত প্রথম পুরস্কারসমূহ কৃষি মন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় প্রাপ্ত প্রথম পুরস্কারসমূহ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর নিকট হস্তান্তর করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম।

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় বিএডিসি প্রাপ্ত প্রথম পুরস্কারসমূহ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর নিকট হস্তান্তর করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

গত ২৮ জুলাই ২০১৯ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ পুরস্কারসমূহ হস্তান্তর করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় সবজি মেলা ২০১৯, জাতীয় কৃষিযন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯, জাতীয় বীজ মেলা ২০১৯ ও জাতীয় বৃক্ষ মেলা ২০১৯ এ বিএডিসি প্রথম পুরস্কার অর্জন করে।

প্রতিপাদ্যভিত্তিক স্টলের যথার্থতা, আকর্ষণীয় সাজসজ্জা, প্রদর্শিত দ্রব্যের মান, প্রদর্শিত প্রযুক্তির মান ও সংখ্যা, স্টল উপস্থাপনের কৌশল, স্টল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও মান, দর্শকগণের আগ্রহ ও মনোভাব, প্রদর্শকের উপস্থিতি ও দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি মূল্যায়নের মাধ্যমে মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পুরস্কার হস্তান্তরকালে কৃষি সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা প্রধানগণ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি এর প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় বিএডিসি'র অংশগ্রহণ

(৫পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সেখানেও বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পঁচাত্তরের নির্মম হত্যাকান্ডের পরে ক্রমান্বয়ে ইতিহাস বিকৃতি করার যে প্রবণতা ছিল তা খুবই দুঃখজনক। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পথ ধরে দেশ পরিচালনা করছেন জাতির পিতার কন্যা বিশ্ব মানবতার মা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার দরুন এদেশের জনগণ তৃতীয় বারের মত ক্ষমতায় বসিয়েছে দেশকে এগিয়ে নিতে। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন আমার গ্রাম আমার শহর, শহরের সকল সুযোগ সুবিধা গ্রামে নিয়ে যেতে।

আমাদের মূল দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করা। সকলের দায়িত্ব হবে কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ করা। কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ করা গেলে আমার গ্রাম আমার শহর বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যাবে। কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণ করা সরকারের চ্যালেঞ্জ। যান্ত্রিকীকরণ আংশিক করা হয়েছে। এর সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সর্বাত্মকভাবে কাজ করতে হবে যাতে রপ্তানি বাড়ানো যায়। শোক দিবসের আলোচনা তখনই সফল হবে যখন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসারে তার দেখানো পথে আমরা চলবো।

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যানের বিদায় সংবর্ধনা ও নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত

গত ২২ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার এর বিদায় সংবর্ধনা এবং বিএডিসি'র নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র কৃষি ভবনস্থ সেমিনার হলে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ঝরনা বেগম।

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকারকে বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব মুহা. আজহারুল ইসলাম, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব পলাশ হোসেন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডা. আফরোজা খানম, বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স ফোরামের সভাপতি জনাব আমান উল্লাহ, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মর্তুজা সিদ্দিকী এবং বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির আহবায়ক জনাব মো. আনোয়ারুল কাদির।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার বলেন, আপনাদের আয়োজন আমাকে সম্মানিত করেছে। বিএডিসি'র কর্মকর্তারা অত্যন্ত দক্ষ। বিএডিসি তিনটি ম্যান্ডেট নিয়ে কৃষকদের সেবা প্রদান করে চলেছে। বিএডিসি কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিএডিস'র আইনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম করারও সুযোগ রয়েছে।

বিএডিসি'র বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম বলেন, বিএডিসি ও বাংলাদেশের কৃষি সমার্থক। বিএডিসি কৃষির উন্নয়ন করে, কৃষকের উন্নয়ন করে।

আমাদের গর্বের একটি জায়গা আছে আবার দায়িত্ববোধেরও একটি জায়গা আছে। আমরা আমাদের সেবার মানসিকতা এবং দক্ষতা নিয়ে কাজ করব। আমরা স্বাধীনতা পদক অর্জন করতে চাই। সেলক্ষ্যে আমরা বিএডিসিকে বাংলাদেশের এক নম্বর প্রতিষ্ঠানে স্থান করে নিতে চাই।

বিএডিসিতে ডেঙ্গু জ্বর ও এর প্রতিরোধ এবং প্রতিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

গত ৬ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেমিনার হলে ডেঙ্গু জ্বর ও এর প্রতিরোধ এবং প্রতিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম। ডেঙ্গু জ্বর বিষয়ে আলোচনা করেন বিএডিসি'র প্রধান চিকিৎসক ডা. আফরোজা খানম। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন বিএডিসি'র চিকিৎসক ডা. স্নিগ্ধা সরকার।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা, বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব মুহা. আজহারুল ইসলাম, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব দেওয়ান মো. জালাল উদ্দিন।

সচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, ডেঙ্গু এডিস মশাবাহিত রোগ। সারাদেশ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। সম্মিলিতভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে। প্রতিরোধ আমাদের মূল্যবান জীবন ও অর্থ বাঁচাতে পারে। আক্রান্ত হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আমাদের কর্মস্থল এবং বাসাবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

চেয়ারম্যান বলেন, এডিস মশা যাতে বংশ বিস্তার করতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্ধারিত জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলতে হবে। আমরা সকলে সচেতন হই এবং সবাই সুস্থ থাকি।

নশিপুর পাটবীজ খামারে গ্রো-আউট টেস্ট এর মাঠদিবস অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র পাটবীজ বিভাগের আওতায় দিনাজপুরের নশিপুরস্থ ভিত্তি পাটবীজ খামারে গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো গ্রো-আউট টেস্ট এর মাঠ দিবস। গ্রো-আউট টেষ্ট এর উদ্দেশ্য হলো চাষি পর্যায়ে সরবরাহকৃত বীজের জাত বিশুদ্ধতা যাচাই করা। পাটের ৯টি জাতের ৬১টি নমুনা থেকে ৬১টি প্লট তৈরির মাধ্যমে গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র পাটবীজ বিভাগের আওতাধীন ৬টি জোনের সকল উপপরিচালকসহ যুগ্মপরিচালক এবং বিভিন্ন বিভাগের স্থানীয় এবং সদর দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাট বীজের গ্রো-আউট টেস্টের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মামুনুর রশিদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র পাটবীজ বিভাগের প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মো. ইকবাল হোসেন, বীজ বিতরণ বিভাগের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মো. মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, কৃষিবিদ মো. রফিকুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাটবীজ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মো. আলমগীর মিয়া।

মাঠ দিবস শেষে বীজ পরীক্ষাগার, ঢাকা এর যুগ্মপরিচালক কৃষিবিদ মো. ওবায়দুল ইসলাম এর নেতৃত্বে বিভিন্ন জোন/ভিত্তি পাটবীজ খামারের উৎপাদিত বীজের মান নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মহাব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মো. আলমগীর মিয়া যেসকল জোনের পারফর্মেন্স ভাল তাদেরকে পুরস্কৃত করার অঙ্গীকার করেন এবং যেসকল জোন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদর্শন করতে পারেননি তাদেরকে ভবিষ্যতে ভাল করার উপর জোর তাগিদ দেন।

এই তো আমার দেশ, আমার দেশের মানুষ

কৃষিবিদ মুহা. আজহারুল ইসলাম, সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি

১৬ ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এক বাক্যে এ ৫৪০০০ বর্গমাইল পানি-কাদা-জল-পাহাড়-সমুদ্র-নদী-বিল অধ্যুষিত সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি লাল সবুজের পতাকা শোভিত গৌরবদীপ্ত দেশ।

এ অর্জনের ইতিহাস জানা, ত্যাগের দৃঢ়তা জানার মাধ্যমে খুঁজতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ পথ চেনা। কবি জীবনানন্দ দাশের অসাধারণ একটি কাব্য পঙক্তি 'ইতিহাসে খুঁড়লেই ভেসে আসে শত জল ঝর্নার ধ্বনি'। মানুষের বহমান ইতিহাসে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মুক্তি সংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে আছে। বন্দিত্ব ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে মানুষ চিরকাল তার প্রতিবাদী কণ্ঠ তুলে ধরেছে, নির্মম নিপীড়ন সহ্য করে মুক্তিব্রতে অবিচল থেকেছে, স্বপ্ন দেখেছে স্বাধীনতার , প্রত্যাশা করেছে নতুন সূর্যোদয়ের । আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বীর নায়কেরা তাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রাণদানের প্রতিজ্ঞায় দীপ্ত মানুষদের একই মঞ্চে সমবেত করে নব ইতিহাস নির্মাণের যুগান্তকারী লড়াই পরিচালনা করেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের মতো মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে যে, শৃঙ্খল অন্যের হাতে থাকলেও মুক্তি থাকে নিজের হাতেই। এই বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়েই নিপীড়িত মানুষেরা যুগে যুগে তাদের চাইতে বহুগুণে শক্তিমান মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে বীরোচিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা দেখি, বীরত্ব এবং সাহসিকতায় সমুজ্জল অনেক সংগ্রামে লক্ষ মানুষ আত্মদান করেছে কিন্তু তারপরও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কতিপয় মানুষের হাতে বিপুল সংখ্যক মানুষের লাঞ্ছনার অবসান ঘটেনি। তবু যে গৌরবময় সংগ্রামগুলো এদেশের মাটিতে সংঘটিত হয়েছিল এগুলোর গরিমা ম্লান হয়নি। আত্মদানের যে আলেখ্য রচিত হয়েছিল তাও স্পন্দিত হয়ে জাগরুক থাকুক বাঙালির বুকে। অশুভের বিরুদ্ধে শুভের লড়াই, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম, আর নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের মুক্তির মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সনের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে বাঙালি জাতির উন্নয়নের জন্য সংবিধানের মূলমন্ত্র 'গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে নিবেদিত করলেন। মানুষের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিলেন। বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য 'যে ফুল ফুটিতে না ফুটিতে ঝরেছে ধরনীতে ' ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পাক-মার্কিন চক্রান্তে একদল বিপথগামী সেনাবাহিনীর হাতে শৃঙ্খলিত হয় গণতন্ত্র, বাংলার সোনালী স্বপ্ন। বাঙালি জাতি যে তার জাতিরাষ্ট্রের স্থপতিকে হত্যা করে পিতৃহত্যা জাতিতে পরিণত হবে এবং তার জাতি নামটিকেও মুছে ফেলে দিয়ে বাঙালির বদলে বাংলাদেশী হয়ে যাবে এমন ভাবাও যায়নি, দ্বিজাতিতত্ত্বের মতো জঘন্য একটি তত্ত্ব ও পাকিস্তানের মতো অদ্ভুত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কিন্ত প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর যেতে না যেতেই সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' লোপাট করে দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির খোলশের ভেতর পাকিস্তানের শাঁস পুরে দেই।

মানুষ হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ক্ষুধা। প্রথমে দেহের ক্ষুধা, পরে মনের , দেহের ক্ষুধা আছে সব প্রাণীর, মনের ক্ষুধা কেবল প্রাণীকুল শ্রেষ্ঠ আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের। কিন্তু বাংলাদেশের মতো এমন অনেক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানব সন্তানই ক্ষুধাজর্জর; তাদের দেহধারণের মতো অন্নেরই সংস্থান নেই। দেহের ক্ষুধাই যাদের মেটে না, তারা কি করে স্বাধীন দেশে আত্মমর্যাদার সাথে রাষ্ট্রের কল্যাণ করবে। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ক্ষুধামুক্ত দেশ। সকলের ক্ষুধা মুক্তির জন্য

সমাজতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রের অন্য স্তম্ভগুলোর মতো সমাজতন্ত্রকেও রক্ষা করতে পারিনি।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬- একুশ বছর বাঙালির অন্তর্নিহিত চেতনার প্রতিরোধ-সামরিক শাসন, দুঃশাসন, লুটতরাজকে ডিঙ্গিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ সুবাতাস পায়। মাত্র ৫ বছর জনগণকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার যে যাত্রা শুরু হয় তা আবার প্রতিক্রিয়াশীল, পাকিস্তানি, মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসী চক্রের দখলে চলে যায়। ২০০৯ সাল থেকে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে উন্নয়নের পথে বাঙালি জাতি পা রাখে। বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের বহু প্রবাদ আছে। উনিশ শতকের বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ব্যারিংটন মেকলি বাঙালিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছিলেন ভরা অলস, শারীরিক পরিশ্রমের সম্ভাবনা দেখলে সংকোচ বোধ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিদের কর্ম বিমুখতা এবং বাকসর্বস্বতার নিন্দা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বাঙালিদের সাধ আছে, কিন্তু সে অনুপাতে চেষ্টা নেই।' 'দুরন্ত আশা' কবিতায় লিখেন

" অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব.../...
ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি/মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ কিষ্ট গতি-গৃহের পানে টান।

অথবা স্বামী বিবেকানন্দের পর্যবেক্ষণ 'বাঙালিরা পরিশ্রম বিমুখ, উদ্যমবিহীন এবং স্বজনের উন্নতিতে অসহিষ্ণু'। বাঙালিদের নিয়ে চরম আশাবাদী হতাশ হন যখন দেখেন তাদের তোশামোদি এবং মিথ্যা অহংকার। কেবল অহংকার নয়, সেই সঙ্গে নিজেকে জাহির করার মনোভাব। রবীন্দ্রনাথের মতে বাঙালিদের তোষামোদ প্রায় কর্তাব্যক্তিদের পদসেবার সমান। তিনি লিখেন :

"দাস্যসুখে হাস্যমুখে, বিনীত জোড় কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি ঘৃণায় মাখা অন্ন খুটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি মেতেছে ফিরে ঘর।
ঘরেতে বসে গর্ব করো পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজদর্পভরে পৃথ্বী থরথর।"

তবে বিএডিসি'র একজন কর্মী হিসেবে, একজন সরকারি চাকুরিজীবী হিসেবে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যদি পালনে সচেষ্ট হই তবেই দেশ যে উন্নয়নের ধারায় এগুচ্ছে তাতে একটি সফলতার পালক জুড়বে। বিশ্বকবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয় যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ' স্বদেশি সমাজ' প্রবন্ধে লিখেন-' স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমা স্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই বিএডিসি'র একজন কর্মী হিসেবে, একজন সরকারী চাকুরিজীবী হিসেবে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যদি পালনে সচেষ্ট হই তবেই দেশ যে উন্নয়নের ধারায় এগুচ্ছে তাতে একটি সফলতার পালক জুড়বে। আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশী সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের চেতনার এই মানুষ পূর্ববঙ্গের অবিস্মরণীয় ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু যখন বলেন-" সরকারি কর্মচারীগণ জনগণের সেবক। সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়। তাদের দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে, এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইলো, আমার অনুরোধ রইলো, আমার আদেশ রইলো, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতে হয় না। একটা গরিব লোক যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন। এজন্য কোনও দিন যেন গরিব দুঃখীর উপর, কোনও দিন যারা অত্যাচার করেনি, তাদের উপর অত্যাচার না হয়। যদি হয় আমাদের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে"।

দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল আমার এ দেশ। আর মানুষের সর্বোচ্চ সম্পদ জীবন-মানুষের জন্য যিনি ত্যাগ করেছেন সেই বঙ্গবন্ধুকে লৌকিকের বস্তুলোক থেকে অপসারণ করে অলৌকিকের ভাবলোকে চালান দিলে হবে না। ভাবার অবকাশ নেই তিনি ইতিহাসের অন্তর্গত কেউ নন, এবং তিনি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তারও যেন কোন ইতিহাস নেই। বঙ্গবন্ধুর ভক্ত বলে পরিচয়দানকারীদের অনেকেই কাঁপা গলায় যে বক্তৃতা করেন তাতে ফাঁপা কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। অসংযত উচ্ছ্বাসের বসে ইতিহাসকে খন্ডিত করেই চলেন প্রতিনিয়ত, বঙ্গবন্ধুকে বড় করতে গিয়ে ক্রমাগতই দলীয় সংকীর্ণতার বৃত্তে তাকে আবদ্ধ করে ফেলতে থাকেন, তার পূর্বকালীন ও সমকালীন সকল শক্তি ও ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখেন, বঙ্গবন্ধু তাদের কাছে রক্তমাংসের মানুষ এর বদলে কেবলই 'ছবি' কিংবা 'নাম'। অথবা অর্বাচীন প্রতিপক্ষরা তার নাম মুছে ফেলানোর অশ্লীল প্রতিযোগিতায় পিতৃহন্তার গ্লানিকে মুছতে চান- এ থেকে বের হতে হবে। ইতিহাসের অনিবার্য সত্যকে নির্মোহ ভাবে মেনে তার নির্দেশিত পথে এগুতে হবে। জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে ঐতিহাসিকভাবে যে দায়িত্ব বর্তেছে তা বাস্তবায়ন হবে কেবলমাত্র আমাদের সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে। আমরা ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ, ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে স্বদেশ এবং ২১০০ সালের ডেল্টা প্লান বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভৌগোলিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশকে অর্থনীতিক মুক্তির দেশে উন্নীত করে পূরণ করবো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। সৈয়দ শামসুল হকের আস্থা ভরা উক্তি 'এ ইতিহাস ভুলে যাবো/আমি কি এমন সন্তান?/যখন আমার জনকের নাম/শেখ মুজিবুর রহমান'। আমরা স্বাধীনতার ৪৮ বছরে আস্থার সাথেই উচ্চারণ করবো। জয় হোক বাঙালির, জয় হোক বাংলার।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫: এক অজানা, ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়

প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম (সুমন), যুগ্মপরিচালক, সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, বিএডিসি

বঙ্গবন্ধু (১৯২০-১৯৭৫)। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, জাতির শোকের দিন। বাংলার আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতির অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম ও বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের দিন। কেননা পঁচাত্তরের এই দিনে আগস্ট আর শ্রাবণ মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্মছেঁড়া অশ্রুর প্লাবনে। আগস্ট মানে কান্না, আগস্ট মানে সব হারানোর বিরহ ব্যথা। এই মাসে জাতি হারিয়েছে বঙ্গবন্ধুকে, সম্প্রতি জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হওয়ায় বঙ্গবন্ধুকে 'ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড' (বিশ্ববন্ধু) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে আমরা হারিয়েছি স্বাধীনতার স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম মাতৃভূমি প্রিয় বাংলাদেশ। এই দিনে সুবেহ সাদিকের সময় যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নিজ বাসভবনে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঘাতকরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, তখন যে বৃষ্টি ঝরছিল, তা যেন ছিল প্রকৃতিরই অশ্রুপাত। ভেজা বাতাস কেঁদেছে সমগ্র বাংলায়। ঘাতকদের উদ্যত অস্ত্রের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শোকে আর অভাবিত ঘটনার আকস্মিকতায়। কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন। ১৫ আগস্ট ২০১৯ শোকার্ত বাণী পাঠের দিন, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে ঘাতকের হাতে নিহত হন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুননেছা, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, জামালের স্ত্রী রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, এসবি অফিসার সিদ্দিকুর রহমান, কর্ণেল জামিল, সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হক, একই সময়ে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণির বাসায় হামলা চালিয়ে শেখ ফজলুল হক মণি, তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় হামলা করে সেরনিয়াবাত ও তার কন্যা বেবী, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত বাবু, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বড় ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত এবং এক আত্মীয় বেন্টু খান। জাতি আজ গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে সকল শহিদকে। বঙ্গবন্ধুকে দৈহিকভাবে হত্যা করা হলেও তার মৃত্যু নেই। তিনি চিরঞ্জীব। কেননা বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনিই। যতদিন এ দেশ থাকবে, ততদিন অমর তিনি। বঙ্গবন্ধু কেবল একজন ব্যক্তি নন, এক মহান আদর্শের নাম। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ।

আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, Some people can be fooled for some time, But all people can not be fooled for all time (কিছু সময়ের জন্য কিছু লোককে হয়তো বোকা বানানো যায়, কিন্তুসব লোককে সব সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায় না)।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার সকল দুরভিসন্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ও পাকিস্তানী চক্র এবং তাদের এ দেশীয় দালালদের গোপন আতাতের কথা আজ দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ মানুষ বুঝতে পেরেছে বঙ্গবন্ধু হত্যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বাংলাদেশের নাম চিরতরে মুছে ফেলবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। কিন্তু তাদের সেই বিশ্বাসঘাতকতা, উচ্চবিলাসী ধ্যানধারণা বাস্তব রূপ লাভ করেনি। সূর্য অস্তমিত হলেই তারপর জোনাকিরা জ্বলে। কিন্তু জোনাকিরা কখনোই সূযের বিকল্প হতে পারে না। যতোই দিন যাচ্ছে এ সত্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বদলা নিতে হলে তার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের নতুন করে শপথ নিতে হবে। নুতন প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এবং বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিতে পারলেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। বাংলার মানুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার রায়ের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চায়। আর তা-ই হবে তার প্রতি কৃতজ্ঞ জাতির সর্বোৎকৃষ্ট সম্মান প্রদর্শন। ১৫ আগস্ট '৭৫ এর কালোরাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতাসহ নির্মমভাবে নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাত কামনা করছি। আমীন। জয় বাংলা - জয় বঙ্গবন্ধু।

সূত্রঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ওয়েবসাইট (https://www.albd.org)

কৃষি বান্ধব মুজিব ও আমাদের বিএডিসি

রিয়াজুল ইসলাম (আপন), সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত দূরদর্শী ও কৃষক দরদি নেতা ছিলেন; ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত একজন মানুষ। কৃষির প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দরদ ও আন্তরিকতা। তিনি জানতেন কৃষি প্রধান এ দেশ কৃষি দিয়েই উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। ত্রিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে প্রাপ্ত বাংলাদেশকে তিনি সোনালি ফসলে ভরপুর দেখতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই স্বাধীনতার পর তিনি ডাক দিয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় তিনি দেখতে চেয়েছিলেন দেশের কৃষি ও কৃষকের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা। তাই সংবিধানের ১৪ ও ১৬ অনুচ্ছেদে মেহনতি মানুষ, কৃষক ও শ্রমিককে সব ধরণের শোষণ থেকে মুক্তি দান করাকে রাষ্ট্রের ''মৌলিক দায়িত্ব'' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলতেন, ''এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়।''

কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সেগুলো কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ আরো বেশ কিছু কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এর ফলে কৃষির আধুনিক ও জুতসই প্রযুক্তি এবং নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচিত হয়। বঙ্গবন্ধু ভালোভাবেই জানতেন স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। মেধাবী ছাত্রদের কাছে কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। তাদের পেশার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। কৃষিবিদরাই পারবেন ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে বাংলার মানুষের মুখে তিন বেলা আহার জোগাতে। তাই মাঠ পর্যায়ে বিএডিসির কৃষিবিদ ও প্রকৌশলীগণ এবং সর্বস্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি উন্নয়ন তথা কৃষি এবং কৃষকের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়নের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কৃষির দূরদর্শিতাকে অসামান্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। জাতির পিতা বলেছেন, "খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব।'' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উদ্দীপনামূলক আকর্ষণীয় উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বিগত বছরগুলোতে সেই নীতিমালা অনুসরণ করে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। স্বাধীনতার পরে ৪৮ বছরে প্রায় ৩০ শতাংশ আবাদি জমি কমে যাওয়া সত্ত্বেও ধানসহ খাদ্য শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের এই সাফল্যের অন্যতম গর্বিত অংশীদার বিএডিসির বীজ ও উদ্যান, সেচ এবং সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ তথা সমগ্র বিএডিসি পরিবার।

চাষাবাদ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কৃষির আধুনিকায়নে জাতির পিতার চিন্তা-চেতনা যা ছিল, আজ এত বছর পরেও আশ্চর্য হতে হয়। তিনি প্রান্তিক চাষীদের কৃষিঋণ মওকুফ এবং ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বণ্টন করেন। কৃষিশিক্ষা, উন্নত এবং স্বল্পমেয়াদি চাষাবাদ পদ্ধতি, কৃষিতে ভর্তুকি, বালাই ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, খামার ভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনা, সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ, মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ, সুষ্ঠু সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ সহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার ও সেচ যথাসময়ে কৃষকদের নিকট পৌঁছে দিতে বিএডিসি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বদ্ধপরিকর। বিএডিসির রয়েছে প্রায় ৮৪,০০০ চুক্তিবদ্ধ চাষী। যাদের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও আহরণ করা হয় এবং ২২ টি বিতরণ জোনের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষীদের নিকট সময় মত সেগুলো সরবরাহ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৬,০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সেচ কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করার জন্য রয়েছে লো-লিফ্ট পাম্প, গভীর নলকূপ ও রাবার ড্যামের মত উন্নত প্রযুক্তির পরিকল্পিত সেচ ব্যাবস্থাপনা।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সামাজিক ন্যায়বিচার, দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষি উন্নয়নে যে বিপ্লবের সূচনা করেন, সেই পথ ধরেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অদ্যাবধি কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সার-সেচে ভর্তুকি প্রদান, নন-ইউরিয়া সারের দাম চার বার হ্রাস করা, ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান, আউশ চাষে প্রণোদনা প্রদান, আঁখ চাষ ও কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি প্রদান, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ঘাতসহনশীল বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন ইত্যাদি।

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, লাল সবুজের পতাকা থাকবে, কর্মঠ কৃষক থাকবে, উর্বর মৃত্তিকা থাকবে, ততদিন শস্যের সবুজ শব্দে উচ্চারিত হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। এ নাম নক্ষত্রের ন্যায় কৃষি ও কৃষকের প্রতিটি আন্দোলনে, সফলতা ও সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জোগাবে অনন্তকাল। "যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাদের জন্য"- এই মন্ত্রকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলার সূর্য সন্তান কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত যে কোন কৃষি বান্ধব কর্মকাণ্ডে আমরা বিএডিসি পরিবার সর্বদা সচেষ্ট আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো।

বঙ্গের বন্ধুঃ চির উচুতে সে মান- শেখ মুজিবুর রহমান

খন্দকার তানভীর আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ক্রয় বিভাগ, কৃষিভবন

"করিনিকো মোরা দান,
এমনি অনিবার্য সে আহবান,
নয়তো তা সে ক্ষীয়মাণ,
তাইতো দেখ বিশ্ব এখন ধ্বনিছে
বাংলার জয়গান"

কাব্যিকতার বর্ণিল ঢঙেই বলি কিবা বিশ্ব গদ্যের আবদ্ধ ফ্রেমের অক্ষরমালার সুনিপুণ সংকলনেই বলি- যাদু কখনো কখনো কাজ করে না। মূল জাদুকরের কাছে এসে তা নির্বাক হয়ে যায়, মোহাবিষ্ট হয়ে যায়। অনেক ভালো যাদুকর থেকে থাকতেই পারেন যারা তাঁদের স্টেজ পারফরম্যান্স হয়তো কাল থেকে অনাদিকাল বয়ে বেড়াবেন- দিনশেষে সকলের তালি আর বাহবা কুড়াবেন। কিন্তু, এগুলো সবই পারফরম্যান্স। অর্থাৎ, দিনশেষে তাদের চর্চাই বাহুল্য, চর্চাই যার প্রধান সম্বল। প্রাণীবিদ্যা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এ্যারিষ্টটলকে কি বলা যাবে তিনি দশে কত পাবেন। তাদেরকে নম্বর দেয় কার সাধ্য? এমন মানুষদের নম্বর বা পরীক্ষা নেয়ার কাতারে ফেলা যায় না। তারা হলেন বিদ্যার জনক, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উন্মোচক, উদ্ভাবক।

এই পুস্তক পড়েই বা জ্ঞানের অনুসরণ করেই পারফরমাররা তাদের কসরত দেখান। কিন্তু স্বয়ং পারফরমারের বিদ্যার জনক যদি সামনে এসে দাঁড়ান বা এ্যারিষ্টটল কেই কল্পনা করুন না কেউ একজন বলছে মহান এ্যারিষ্টটল আপনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভালো করেছেন আপনাকে আমরা নির্বাচিত করলাম- এরকম চিন্তা একটু অলীক নয় কি! স্বয়ং সেই পারফরমারের বিদ্যার জনক যদি সামনে চলে আসেন তবে পারফরমার তার সাবলীল পারফরম্যান্স সহজাতভাবে করতে অপারঙ্গমই হবেন বোধ করি। তেমনিভাবে বাংলাদেশ যদি রাষ্ট্র হয় এই রাষ্ট্র পরিচালনার একটা বিজ্ঞান রয়েছে। সহজাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ন্যায় অন্যান্য দেশের মত শুধু কাঠামোভিত্তিক উচিত আর অনুচিত এ গড়া সমাজব্যবস্থা দিয়ে এই জাতিসত্তা গঠিত হয়নি। তার একজন মেন্টর বা অগ্রজ পথ প্রদর্শক রয়েছেন। যিনি সবচেয়ে ভালো জানেন, এই রক্ত মাংসের হৃদপিন্ডের বাঙালি জাতিসত্তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে যিনি সক্ষম। যিনি মনের কথা পড়তে জানেন, বাঙালির আত্মিক বন্ধনের খবর রাখতেন। তিনি দেশ "বাংলাদেশ" গড়ার পথে স্বপ্ন রচনা করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে একটি রাষ্ট্ররুপে ভিত্তি প্রদান করেন। হয়ে যান চিরকালীন পথ প্রদর্শক। তিনি আর কেউ নন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির জনক, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক। আমাদের জাতির পিতা।

প্রথমে তো তিনি বঙ্গবন্ধু, তারপর তো মুক্তিযুদ্ধের এপার ওপার সন্দেহাতীত ভূমিকার জন্য অবিসংবাদিতভাবে বাঙালি জাতির জনক ও অবধারিত পরিণতিতে রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান। মানুষ তাকে ডেকেছিল বঙ্গবন্ধু। ঘরবারান্দার, পাড়ার মুটে মজুর, মুরুব্বী বয়োঃবৃদ্ধের সকলের খোকা। এমন সহজ করে আদর দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে হেসে বলা "কেমন আছিস" যেন ঘরের দাদাভাই , ভাই আমাদের শেখ মুজিবুর রহমান।

ইতিহাস জানতে হয়, জানাতে হয়। সুনিপুণভাবে গ্রন্থিত হতে হয়। প্রথম কথাই হলো ৭১'এর এপার ওপার দিনগুলিতে বাঙালিকে নির্যাতন করা হয়েছিলো কি না? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়াতে এর নেতৃত্ব কে দিয়েছিল? বাঙালির পক্ষে কঠিন উচ্চারণ, মুক্তির বজ্রশপথ কে করেছিল? এরকম জাগিয়ে তোলার কাজটি সেদিন কেউ করেছিল কি না? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তবে তিনিই সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারো কথায় নয়, পক্ষ বা বিপক্ষ বিতর্ক করে নয়, কোন পরিবারতন্ত্র বা রাজনীতি করে নয়, কিছুক্ষণের জন্য আমরা শুধু একটু বঙ্গবন্ধুকেই দেখি, ভালো করে দেখি। তার মোটা কালো ফ্রেমের চশমার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে প্রশ্ন করে দেখি, "পিতা আমরা কি তোমায় যথাযথ সম্মান করতে পেরেছি?"। বিবেক একবার হলেও বলে উঠবে 'না'।

সৃষ্টির নিয়মে মানুষ মরণশীল। কিন্তু, কর্মের ভূমিকায় মানুষ অমর হয়ে রয়। বঙ্গবন্ধু তাই আমাদের বাংলাদেশের সমান বড়। তাইতো রাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধু, পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধু, কৃষিতে বঙ্গবন্ধু, অর্থনীতিতে বঙ্গবন্ধু, কোথায় নেই তিনি? বঙ্গবন্ধুকে কোন একজন মানুষের সাথে ঠিক তুলনা করে মাপা যায় না। তার উচ্চতা এভাবে বোঝানো যায় না। তুলনা যা কিছু তা সামাজিক মানুষদের জন্য। তারাও ভালো, অনেক ভালোই। কিন্তু তারা তাদের লেভেলেই ভালো। কিন্তু, তিনি এসব লেভেলের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি এসব লেভেল দিয়ে গেছেন। তিনি রাষ্ট্রকাঠামোর প্রবক্তা। অন্যরা হয়ত এক এক দিক দিয়ে বড়, ত্যাগ তিতিক্ষা, জীবনের বিনিময়েও অনেক কিছু করে গেছেন। কিন্তু তিনি অনেক জীবন নিয়ে ভেবেছেন। সকল মানুষকে এক করে ভেবেছেন। বাংলাদেশ যদি একটা বড় পরিবার হয় তবে সেই পরিবারের প্রধান অভিভাবক হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই যেমন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাদের চলার পথে সিদ্ধান্ত নেবার পথে একবার করে হলেও তার রেখে যাওয়া জীবন ব্যবস্থা, আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার দিকে একবার করে হলেও তাকাতে হয়। তিনি বলেন নি, "আমাকে তোমরা মান"- বরং আমরাই আমাদের প্রয়োজনে সবসময়ই স্মরণ করি। তিনি এমন একটি অনবদ্য চরিত্র যে তাকে মিস করতেই হবে। যার জীবনের পুরোটাই বাংলাদেশ, তার এ দীর্ঘব্যাপিয়া অবদান ভুলব কি করে?

(১৫ আগস্ট একটি শোকের আবরণে বাঙালি হতবিহবল, নির্বাক। এমন দিনে আমরা শুধু তার স্মৃতি হাতড়ে বেড়াই। আর তার নিহত স্বজনদেরসহ একটি পরিবারের অন্তিম শয্যায় জুড়ে দিই সমগ্র বাঙালির সার্বজনীন পুষ্পমাল্যের অর্ঘ্য। পিতা, আমরা আপনাকে হারাইনি বরং বাঙালি জাতি আরও বহুগুণে শক্তিশালী হয়েছে শোককে শক্তিতে পরিণত করে। এই দিনে নিহত সকলের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা)।

শোকের অনলে পুড়বে যুগ হতে যুগান্তরে

বলরাম বিশ্বাস, অসমু, পরিকল্পনা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

বীর বাঙালির ইতিহাসে কলঙ্কিত এক অধ্যায় সূচিত হয়েছে এ আগস্ট মাসেই। ১৯৭৫ সালের এ মাসেই বাঙালি জাতি হারিয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কালরাতে ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেলসহ পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল। পৃথিবীর এই ঘৃণ্যতম হত্যাকান্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগনে শেখ ফজলুল হক মনি, তার সহধর্মিণী আরজু মনি, কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ সদস্য ও আত্মীয়স্বজন। সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিপথগামী সদস্য সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর গোটা দেশে নেমে আসে তীব্র শোকের ছায়া এবং ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণার বিষবাষ্প।

এ মাসটি এলেই তাই মনে পড়ে যায়, সেই ভয়াবহ স্মৃতি, যা আমাদের বেদনায় সৃষ্টি করে নতুন করে যন্ত্রণার। যে বিশাল হৃদয়ের মানুষকে কারাগারে বন্দি রেখেও স্পর্শ করার সাহস দেখাতে পারেনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, অথচ স্বাধীন বাংলার মাটিতেই তাকে নির্মমভাবে জীবন দিতে হয়েছে।

রক্ত, মগজ ও হাড়ের গুঁড়ো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল বাড়িটির প্রতিটি তলার দেয়াল, জানালার কাচ, মেঝে ও ছাদে। রীতিমতো রক্তগঙ্গা বয়ে যায় বাড়িটিতে। গুলির আঘাতে দেয়ালগুলোও ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। চারপাশে রক্তের সাগরের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ঘরের জিনিসপত্র। প্রথম তলার সিঁড়ির মাঝখানে নিথর পড়ে আছেন ঘাতকের বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়া চেক লুঙ্গি ও সাদা পাঞ্জাবি পরা স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু। তলপেট ও বুক ছিল বুলেটে ঝাঁঝরা। নিথর দেহের পাশেই তাঁর ভাঙা চশমা ও অতিপ্রিয় তামাকের পাইপটি। অভ্যর্থনা কক্ষে শেখ কামাল, টেলিফোন অপারেটর, মূল বেডরুমের সামনে বেগম মুজিব, বডরুম সুলতানা কামাল, শেখ জামাল, রোজি জামাল, নিচতলার সিঁড়িসংলগ্ন বাথরুম শেখ নাসের এবং মূল বেডরুমে দুই ভাবির ঠিক মাঝখানে বুলেটে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল ছোট্ট শিশু শেখ রাসেলের লাশ।' ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে রক্তাক্ত ৩২ নম্বর ধানমন্ডি রক্তগঙ্গা হয়ে প্লাবিত করে ৫৬ হাজার বর্গমাইল। সেই শোকে চার দশক ধরে কাঁদছে বাঙালি। কবি রবীন্দ্র গোপের 'কাঁদো বাংলার মানুষ কাঁদো' কবিতার মতোই ৪৪ বছর ধরে পিতৃশোকে কাঁদছে জাতি। হৃদয়ে বাজছে, 'কাঁদো বাংলার মানুষ কাঁদো/ যদি বাঙালি হও নিঃশব্দে কাছে এসো, আরো কাছে/.. এখানেই শুয়ে আছেন অনন্ত আলোয় নক্ষত্রলোকে/জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান/মৌমাছির গুঞ্জনের পাখির কাকলিতে করুণ সুর বাজে/গভীর অরণ্যে পুষ্পের সুগন্ধে/..অনেক রক্তের মূল্যে পাওয়া এ স্বাধীনতা/ এখানে ঘুমিয়ে আছে, এইখানে দাঁড়াও শ্রদ্ধায়..।' আজ যে কাঁদারই দিন। কাঁদো, বাঙালি কাঁদো। আজ যে সেই ভয়াল-বীভৎস ১৫ আগস্ট।

পঁচাত্তরের এই দিনে আগস্ট আর বর্ষণস্নাত শ্রাবণ মিলেমিশে একাকার হয়েছিল সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্মছেঁড়া অশ্রুর প্লাবনে। সেদিন বাতাস কেঁদেছিল। শ্রাবণের বৃষ্টি নয়, আকাশের চোখে ছিল জল। গাছের পাতারা শোকে সেদিন ঝরেছে অবিরল। মহাদেব সাহা তার 'সেই দিনটি কেমন ছিলো' কবিতায় লিখেছেন- সেদিন কেমন ছিলো- ১৫ই আগস্টের সেই ভোর/ সেই রাত্রির বুকচেরা আমাদের প্রথম সকাল/ সেদিন কিছুই ঠিক এমন ছিলো না/ সেই প্রত্যুষের সূর্যোদয় গিয়েছিলো/ সহস্রযুগের কালো অন্ধকারে ঢেকে/ কোটি কোটি চন্দ্রভুক অমাবস্যা তাকে গ্রাস করেছিলো/ রাত্রির চেয়েও অন্ধকার ছিলো সেই অভিশপ্ত দিন।' আর সেদিন হতবিহল জাতির চারদিকে ছিল ঘাতকের উদ্ধত সঙ্গিন। মুছে দিতে চেয়েছিল রক্তের চিহ্নসহ জনকের লাশ। ভয়ার্ত বাংলায় ছিল ঘরে ঘরে চাপা দীর্ঘশ্বাস আর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাক আহমেদ বিচারের হাত থেকে খুনিদের রক্ষা করতে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে ইনডেমনিটিকে আইন হিসেবে অনুমোদন করেন।

আজ সেই দিন, বাংলার ইতিহাসে অবিরল অশ্রুঝরা দিন। এই জাতি এই দেশের স্বপ্নমূলে নির্মম কুঠার হেনে বাংলা ও বাঙালির চিরবিরোধীরা পিতাকে ছেদন করে পঁচাত্তরের (১৫) পনেরোই আগস্ট এই দিনটিতে। সময় প্রবাহমান; এই দেশ এই জাতি সেই থেকে বিপুল এক অশ্রুবারিধিতে ভাসমান। বাঙালি পিতৃহারা হয় এই দিনটিতে; তিনিই সেই পিতা যিনি বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার স্বপ্নবীজটিকে লালন করে রোপণ করেন সবুজ এ মাটিতে, ফলবান করে তোলেন একাত্তরের ২৬ মার্চে তার দৃপ্ত সেই ঘোষণা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। যাও, যুদ্ধে যাও, মাতৃভূমিকে মুক্ত করো।

পিতার সে রক্ত আজো শুকোয়নি এ বাংলাদেশে। পিতৃহত্যার সেই শোক জেগে আছে রক্তরাঙা ওই পতাকায়, সেই শোক অনির্বাণ এখনো বাংলায়। ৫৬ হাজার বর্গমাইল ভিজে আছে পুণ্য সেই রক্তে। বাঙালির ইতিহাস প্লাবিত হয়ে আছে সে রক্তে। নদীর স্রোতের মতো চির বহমান শোকের অনলে পুড়বে যুগ হতে যুগান্তরে। আজো বাংলার পূর্ব দিগন্তে প্রতি ভোরে যে সূর্য ওঠে, জাতির পিতার লাল রক্ত মেখেই সে উদিত। প্রতিটি ভোরের ওই সূর্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় পিতা বঙ্গবন্ধুর সেই অমর বজ্রকণ্ঠ উচ্চারণ, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।'

অভিশপ্ত বুলেট হয়ত জানেনা, ভালবাসায় যারা বেঁচে থাকে মৃত্যু তাদের স্পর্শ করে না। এভাবে বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকবেন আজীবন। কারণ বঙ্গবন্ধু শুধু কোনো ব্যক্তির নাম নয়। একটি চেতনার নাম, আদর্শের নাম। আর এই ক্ষণজন্মা পরুষের সেই মুক্তির চেতনা ও আদর্শকে সামনে রেখেই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

হৃদয়াঙ্গনে স্বপ্ন ব্যথাতুর

কৃষিবিদ মনিরা রহমান সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও
সমাজকল্যাণ সম্পাদক, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি

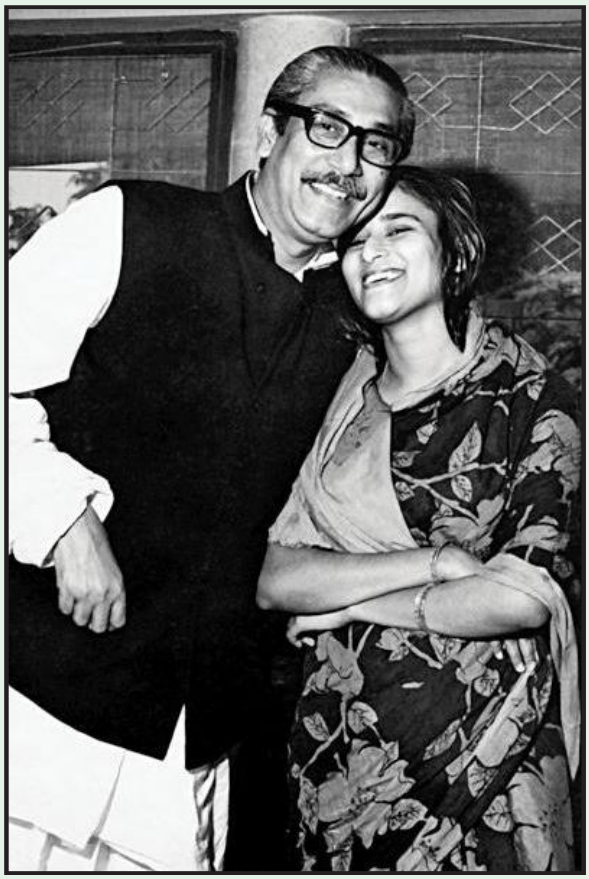

কালো মেঘের আড়ালে বিষণ্ন চাঁদ
বাতাসে ভাসছে আত্মার ক্রন্দন
বইছে ঝড়ের তাণ্ডব
খণ্ডিত নক্ষত্রের দ্বীপ
ধ্বংস-মৃত্যু বিভীষিকায়
ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায়
নষ্ট অনুভূতিগুলো ডানা ঝাপটায়
ক্ষতবিক্ষত স্বপ্নের পাখিরা
রক্তাক্ত হয় বাংলার মানচিত্র
জাতি ঘৃণা লজ্জায় মাথা নোয়ায়।

শোক কেবলই বুকের গহীনে
নীরব ক্রন্দন ভরা আক্রোশে
ভেসে যায় ব্যথাতুর ইচ্ছেগুলো করুণ নিঃশ্বাসে
স্বপ্নের বাংলা পুড়ে যায় চৈত্রের খরতাপে ।।

তাইতো ব্যথাতুর স্বপ্নগুলি ফিরে আসে বারবার
হেমবর্ণের আলোকদ্যুতি হয়ে
ইতিহাসের কালজয়ী পুরুষ হয়ে
বাঙালির স্বপ্নপূরণের স্বপ্নদ্রষ্টারূপে
ফিরে আসে বারবার বঙ্গমাতার অনুকরণীয় হয়ে
রাসেলের স্বপ্ন ঘিরে
হাসু আপার শক্তি আর সাহসের হাতিয়ার হয়ে
বাংলার সবুজ প্রান্তরে
মাটি আর মানুষের কাছে
শোষিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির মিছিলে।।

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি

আশ্বিন মাস

আমন ধানঃ আমন ধানের এ সময় বাড়ন্ত অবস্থা। রোপণের সময় ভেদে এ সময় ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের প্রথম কিস্তি ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলাভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মাটি পরীক্ষা করে নিলে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। জমিতে ২-৩ সে.মি. পানি থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার সার উপরিপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশানোর প্রয়োজন নেই । ধানের জমিতে আগাছা ধানগাছের সাথে খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এ জন্য ধানের জমিতে বিশেষত রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বন্যাপ্রবণ এলাকা যেখানে পানি সরতে দেরি হয় সেসব জমিতে নাবিজাতের উফশী আমনজাত যেমনঃ বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬ আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন পর্যন্ত লাগানো যাবে। নাবী জাতের ধান রোপণকালে ৫/৬টি করে চারা একটু ঘন করে লাগাতে হবে। পাট বপনের সময় হতে এসময় পর্যন্ত বীজ উৎপাদনের জন্য রাখা পাটগাছগুলোর বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মরাপঁচা ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালীন সবজিঃ এ মাসের শুরুতে আগাম শীতকালীন সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মুলা, লেটুস, মরিচ, লালশাক, পালংশাক, শালগম, গাজর ইত্যাদির বীজ বপন করতে হবে। এ সময় বৃষ্টি হয় বিধায় চারা উৎপাদন ও রোপণের সময় একটু বেশি যত্নশীল হতে হয়। চারা তৈরির জন্য সমতল হতে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে পরিমাণ মত গোবর সার ও আবর্জনা পঁচা মিশিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে গুড়া মাটি দিয়ে হালকাভাবে বীজগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলা ও কচি চারাকে বৃষ্টির তোর হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য লম্বা কঞ্চির দুইপাশ মাটিতে গেঁথে মাচা তৈরি করে তার উপর পলিথিন বা চাটাই দিয়ে বীজ ও চারাকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে । বীজ বপনের পর এবং চারা কচি থাকা অবস্থায় মাটিতে যাতে রসের অভাব না হয় সেজন্য ঝাঁঝড়ি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্যঃ ঘরে সংরক্ষিত বোরোবীজ, গমবীজ, গোলাজাত শস্য, ডাল ও তৈলবীজ ইত্যাদি শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কার্তিক মাসঃ আগাম লাগানো আমন ফসলে এ সময় ফুল আসে এবং পরে লাগানো আমন ধানের বাড়ন্ত অবস্থা থাকে। এ সময় আমন ফসলে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে মাজরা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, গান্ধী পোকা ইত্যাদি প্রধান। পোকা আক্রমণ করলে ক্ষেতের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখির বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা খেয়ে ফেলে। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ কিংবা হাত দিয়ে ধরে পোকার ডিম ও মথ ধ্বংস করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে পোকার আক্রমণ যদি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবেই কেবল কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে নিয়ম মাফিক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল ফসলঃ এ সময় ডাল ও তৈল ফসল বোনার ভরা মৌসুম। সরিষার উন্নত জাত বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, ও বিএডিসি সরিষা-১ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। স্থানীয় মসুর থেকে বারি মসুর ৫, ৬ এবং বিনা মসুর-৪ চাষ করা লাভজনক। যে সকল জমিতে খেসারী চাষ করা যায় সেসব জমিতে একই যত্নে বিএডিসি মটর-১ চাষ করা যায়। ডাল ও তৈল ফসলের জমি উত্তমরূপে চাষ করে শেষ চাষের সময় ২০ঃ৩০ঃ২০ হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন করতে হবে।

শীতকালীন সবজিঃ আশ্বিন মাসে বোনা বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সবজির চারা বীজতলা হতে সাবধানে তুলে এনে মূলজমিতে লাগাতে হবে। চারা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার শেকড় ভেঙ্গে না যায়। বিকেল বেলা চারা লাগিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। পরের দুই দিন চারাকে সরাসরি সূর্যালোক মুক্ত রাখতে হবে। মূলা, শালগম, গাজর, লালশাক, ডাঁটা, পালংশাক, মটরশুটি ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

আলুঃ এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে আলু লাগানো শুরু করতে হবে। উন্নত জাতের মধ্যে ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেলসিনা এবং স্থানীয় জাতের আলু চাষ করা যেতে পারে। প্রতি একরে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন। প্রতি একরে ১২০ঃ১২০ঃ১৪০ হারে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়া অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার প্রয়োগ করতে হবে। উত্তমরূপে তৈরি জমিতে সারি করে অঙ্কুরিত আলু লাগাতে হবে। এ সময় বৃষ্টিপাত থাকবে বলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

বিএডিসি পরিবারের মেধাবী মুখ

তন্ময় দাস সাগর ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে সকল বিষয়ে জিপিএ -৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র যুগ্মপরিচালক (বীপ্র), বিএডিসি, নোয়াগাঁও, কুমিল্লা পদে কর্মরত কৃষিবিদ আনন্দ চন্দ্র দাস এর কনিষ্ঠ পুত্র। তন্ময় দাস সাগর ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। সে সকলের নিকট আশীর্বাদপ্রার্থী।

কাশফিয়া মেহজাবিন ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে নারায়ণগঞ্জ আইডিয়াল স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ -৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র মেহেরপুর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উপপরিচালক জনাব মো. হাসমত আলী মিঞার কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

শোকসংবাদ

সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা জোন এর অধীনে জীবননগর ক্ষুদ্রসেচ ইউনিটে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব মো. আজিজুল হক গত ১৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখে সড়ক দূর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নাল্লিাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দপ্তর, বিএডিসি, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল দপ্তরে কর্মরত কার্যসহকারী জনাব রফিকুল ইসলাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নাল্লিাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)।

*** ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামার, বিএডিসি, ডোমার, নীলফামারী দপ্তরে কর্মরত জীপচালক জনাব মোঃ মিনাল গত ০৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নাল্লিাহি লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)।**

পদোন্নতি

* মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব), এএসসি বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মুহা. আজহারুল ইসলামকে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব), বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, আলুবীজ হিমাগার, বিএডিসি, হোমনা, কুমিল্লা দপ্তরে কর্মরত জনাব মো. আবু তালেব মিঞাকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, লাকুটিয়া, বরিশাল দপ্তরে কর্মরত জনাব শেখ ইকবাল আহম্মেদকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, রাজাপুর, ঝালকাঠি দপ্তরে কর্মরত জনাব মো. ফরিদুজ্জামান ভূঁইয়াকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা দপ্তরে কর্মরত মিসেস খালেদা ইয়াসমিনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, বোয়ালমারি, ফরিদপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, খাগড়াছড়ি দপ্তরে কর্মরত জনাব শ্রী বিশ্বজিত দাস গুপ্তকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাবরক্ষণ কর্মকতা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বিএডিসি, যশোর দপ্তরে কর্মরত জনাব মো. হাবিবুর রহমানকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওকা সার্কেল) দপ্তর, বিএডিসি, যশোর দপ্তরে কর্মরত জনাব মো. ফরহাদ হোসেনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ঝরনা বেগম এর বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

বিএআরসি অডিটরিয়ামে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

বিএডিসি'র সেমিনার হলে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা

বিএডিসি'র সেমিনার হলে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন সাপ্তাহিক বাংলা বার্তার সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান

বিএডিসি'র মিরপুরস্থ কর্মচারী কোয়ার্টারে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় এবং মশক নিধন কর্মসূচির আওতায় বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর নেতৃবৃন্দের কার্যক্রম

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র সেচ ভবন অডিটরিয়ামে বিএডিসি সিবিএ কর্তৃক আয়োজিত দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও গণভোজে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সিবিএ এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. জাকির হোসেন চৌধুরী

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

রাজধানীর গাবতলীতে বিএডিসি'র টিস্যুকালচার ল্যাব পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম। এ সময় বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে প্রকল্প পরিচালকদের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদক চুক্তি (এপিএ) সম্পাদনের পর তা প্রকল্প পরিচালকদের কাছে হস্তান্তর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ভাল বীজে ভাল ফসল

কৃষিই সমৃদ্ধি

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।